"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার স্মরণে থেকে সদা প্রফুল্ল থাকো। স্মরণে থাকা বাচ্চারা অত্যন্ত রমণীয় আর মিষ্টি হবে। খুশীতে থেকে সার্ভিস করবে"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানের নেশার সাথে সাথে কিসের চেকিং করা অত্যন্ত আবশ্যক?

*উত্তরঃ - জ্ঞানের নেশা তো থাকে কিন্তু চেক্(পরীক্ষা) করো যে আত্ম-অভিমানী কতটা হয়েছো ? জ্ঞান তো অত্যন্ত সহজ কিন্তু যোগেই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। গৃহস্থ ব্যবহারে অনাসক্ত থাকতে হবে। এমন যেন না হয় যে ইঁদুর-রূপী মায়া ভিতরে ভিতরে কাটতেই থাকে আর তোমরা উপলব্ধিও করতে না পারো। নিজের নাড়ী নিজেই দেখো যে বাবার সাথে আমাদের সুগভীর ভালবাসা আছে কি? কতটা সময় আমরা বাবার স্মরণে থাকি ?

*গীতঃ- বহ্নি-পতঙ্গ কেন জ্বলবে না....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গানের লাইন শুনেছে। যেমন বাবা এমন চমক(ভেল্কি) দেখায় যে তোমরা অতি সুন্দর হয়ে যাও। যে বাবা শ্যাম (অসুন্দর) থেকে ফর্সা (সুন্দর) বানায়, আমরা কেন সেই বাবার হয়ে যাবো না ! বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন শ্যাম থেকে সুন্দর হচ্ছি। একথা একজনের উদ্দেশ্যে বলা হয় না। । ওরা তো কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলে দেয়। চিত্রও এমনই তৈরী করে। কেউ সুন্দর, তো কেউ শ্যামবর্ণের। মানুষ তো জানে না যে এইরকম কি করে হতে পারে। সত্যযুগের প্রিন্স শ্যামবর্ণের হতে পারে না। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সকলেই বলে যে, যেন কৃষ্ণের মতো সন্তান পাই, পতি পাই। তাহলে সে শ্যাম কি করে হতে পারে। কিছুই বোঝে না। কৃষ্ণকে কালো কেন বানানো হয়েছে, তার কারণ জানা চাই। এই যে দেখানো হয়েছে, সর্পের উপরে নাচ করছে - এইরকম ব্যাপার তো হতে পারে না। শাস্ত্রে এইরকম ধরনের কথা শুনে বলে দেয়। বাস্তবে এইরকম কোনো কথা নেই। যেমন চিত্রতে দেখানো হয় যে শেষনাগের শয্যার উপরে নারায়ণ বসে রয়েছে, এইরকম কোনো শেষনাগের শয্যা ইত্যাদি হয় না। এতো শত শত মুখ হয় নাকি? কিরকম ধরনের চিত্র বসে তৈরী করে। বাবা বোঝান যে এই সবের মধ্যে কিছুই নেই, এইসব ভক্তিমার্গের চিত্র। কিন্তু এও ড্রামায় ফিক্সড (নিশ্চিত) হয়ে রয়েছে। প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত যে নাটক শ্যুট করা হয়েছে সেটাই রিপীট হবে। একথা শুধু বোঝানোর জন্য যে ভক্তিতে কি কি করতে থাকে। কত খরচ করে। কেমন কেমন চিত্র ইত্যাদি তৈরী করে। পূর্বে যখন এইসব চিত্র দেখতাম তখন এতো আশ্চর্য হতাম না। এখন, যখন বাবা বুঝিয়েছেন, তখন ঠিকমতো বুদ্ধিতে আসে যে এসব হলো ভক্তিমার্গের কথা। ভক্তিতে যা কিছুই করা হয় তা পুনরায় অবশ্যই হবে। তোমরা ছাড়া এ'কথা আর কেউই বুঝতে পারে না। এটা তো জানোই যে ড্রামায় যা পূর্বেই স্থির হয়ে রয়েছে, তাই-ই পুনরায় হতে থাকে। অনেক ধর্মের বিনাশ আর এক ধর্মের স্থাপনা হয়। এতো অতি কল্যাণকারী।

এখন তোমরা প্রার্থনা ইত্যাদি কিছুই কর না। এইসব করা হয় ভগবানের থেকে ফল পাওয়ার জন্য। ফল হলো জীবনমুক্তি, এসব কথা তোমাদের বোঝানো হয়েছে । এখানে হলো প্রজার উপরে প্রজার রাজত্ব । গীতায় বর্ণিত রয়েছে, হে ভারতবাসী - কৌরব, পান্ডব তোমরা কি করছো ! বরাবর যাদব-রাই মুসল (মিসাইল) বের করে। আর তারা নিজের কুলেরই বিনাশ করে। এরা পরস্পরের শত্রু হয়ে যায়। তোমরা সংবাদ ইত্যাদি শোনো না, যারা শোনে তারা ভালোমতন বুঝতে পারে। দিন দিন নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব (মনোমালিন্য) বাড়তেই থাকে। তারা নিজেরি খ্রীস্টান কিন্তু তবুও পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে প্রচুর, ঘরে বসেই একে-অপরকে উড়িয়ে (মেরে ফেলে) দেয়। তোমরা রাজযোগ শিখছো তাই রাজত্ব করার জন্য পুরানো দুনিয়াকে অবশ্যই পরিষ্কার (সাফ) করা উচিত । পুরানো দুনিয়ায় আবার সব কিছু নতুন হবে। ৫ তত্ব-ও সেখানে সতোপ্রধান হবে। সমুদ্রের শক্তি নেই যে সেখানে উছলে পড়ে ক্ষতি করবে, এখানে তো ৫ তত্ব-ও অনেক ক্ষতি করে। ওখানে সম্পূর্ণ প্রকৃতিই দাসী হয়ে যাবে তাই দুঃখের কোনো কথাই নেই। এ হলো ফিক্সড হয়ে থাকা ড্রামার খেলা। স্বর্গ বলা হয় সত্যযুগকে, খ্রীস্টানরাও বলে প্রথমে হেভেন (স্বর্গ) ছিল। ভারত হলো অবিনাশী খন্ড। শুধু তাদের একথা জানা নেই যে আমাদের মুক্তিদাতা পিতা ভারতেই আসেন। শিব-জয়ন্তীও পালন করা হয় তাও বুঝতে পারে না। তোমরা এখন সকলকে বোঝাও যে ভারতেই শিব-জয়ন্তী পালন করা হয়। অবশ্যই শিববাবা ভারতে এসেই হেভেন তৈরী করেছেন, এখন আবার তৈরী করছেন। যারা প্রজা হবে তাদের বুদ্ধিতে কিছুই প্রবেশ করবে না। যারা রাজত্বের অধিকারী হবে তারাই সঠিকভাবে বুঝবে যে আমরাই হলাম শিববাবার সন্তান । প্রজাপিতা ব্রহ্মাও রয়েছেন। মুক্তিদাতা, জ্ঞানের সাগর হলেন স্বয়ং বাবা।

ব্রহ্মাকে বলা যাবে না। ব্রহ্মাও ওঁনার থেকেই (জ্ঞানের দ্বারা) লিবারেট (মুক্ত) হন। একমাত্র বাবাই হলেন সকলের মুক্তিদাতা, কারণ সবাই তো তমোপ্রধান। এইরকমভাবে ভিতরে-ভিতরে বিচার সাগর মন্থন করা উচিত । আমরা মুরলী যেন এমনভাবে পড়ি যাতে মানুষ স্পষ্টভাবে তা বোঝে। বাচ্চারা তো নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়। এ হলো জ্ঞান, তাই সর্বদা এর অনুশীলন করা উচিত । ভয়ের কারণে পড়া না করা এ তো ঠিক নয়। তখন আবার বলে কর্মবন্ধন আছে। দেখো, প্রথমেই কতজন মুক্ত হয়ে এসেছিল আবার অনেকে চলেও গেছে। সিন্ধুপ্রদেশে অনেক কন্যারা এসেছিল আবার অশান্তির কারণে কত শত্রুও হয়ে গেছে। প্রথমে তাদের জ্ঞান খুব ভালো লাগতো। মনে করতো যে, এরা ভগবানের দান (পুরষ্কার) প্রাপ্ত করেছে। এখনো এটাই মনে করে যে, কোনো শক্তি রয়েছে, কিন্তু এটা বোঝে না যে পরমাত্মা স্বয়ং অবতরিত হয়েছেন। আজকাল রিদ্ধি-সিদ্ধি-র শক্তি তো অনেকের মধ্যেই রয়েছে। গীতা নিয়ে শোনাতেই থাকে। বাবা বলেন, এ'সব হলো ভক্তিমার্গের পুস্তক। জ্ঞানের সাগর তো এক - আমিই। ভক্তিমার্গে আমাকেই সকলে স্মরণ করে। ড্রামার পরিকল্পনা অনুসারে, এই সবই ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। সাক্ষাৎকারও হয়। তিনি (বাবা) ভক্তিমার্গের লোকেদেরকেও খুশী করেন । জ্ঞান ধারণ না করতে পারলে তাদের জন্য ভক্তিও ভালো, তবুও মানুষ এতে একটু শুধরোয় তো, তাই না। চুরি ইত্যাদি করবে না। ভগবানের ভজন যারা করে তাদের উদ্দেশ্যে কখনো ভুল কথা বলবে না, যেহেতু তারা হলো ভক্ত। আজকাল ভক্ত হলেও, তারাও দেউলিয়া (কপর্দক-শূন্য) হয়ে যায়। আবার এরকমও নয় যে শিববাবার বাচ্চা হয়ে গেলে তারা আর দেউলিয়া হবে না। পাস্ট কোনো কর্ম এমন হয়ে থাকলে দেউলিয়া হবে। জ্ঞানে আসলেও দেউলিয়া হতে পারে কারণ এর সঙ্গে জ্ঞানের কোনো সম্পর্কই নেই।

বাচ্চারা, তোমরা এখন সার্ভিসে (সেবায়) যুক্ত রয়েছো। তোমরা মনে করো যে, শ্রীমৎ অনুসারে সেবায় নিযুক্ত হলে ভালো ফল পাবে। আমাদের সবকিছু ওখানে ট্রান্সফার করতে হবে। ব্যাগ-ব্যাগেজ সবকিছু ট্রান্সফার করতে হবে। শুরুতে বাবার(ব্রহ্মা) খুব আনন্দ হতো, ওখান থেকে যখন এখানে আসেন তখন গান বানান - অল্ফ পেলো আল্লাহ-কে (ভগবান) আর বে পেলো বাদশাহী... শ্রীকৃষ্ণের, চতুর্ভুজের (বিষ্ণুর) সাক্ষাৎকার হয়েছিল । তাই তিনি মনে করতেন যে দ্বারকার রাজা (কৃষ্ণ) হবো। এইরকম নেশায় মত্ত থাকতেন। এখন এই বিনাশী ধন দিয়ে কি করবো। তাই বাচ্চারা, তোমাদেরও খুশী হওয়া উচিত । বাবা আমাদের স্বর্গের রাজত্ব দেন। বাচ্চারা কিন্তু ভালো ভাবে পুরুষার্থ করে না। চলতে-চলতে পড়ে যায়। ভালো ভালো বাচ্চারা, যারা বাবাকে নিমন্ত্রণ জানায় তারাও বাবাকে স্মরণ করে না। বাবার কাছে পত্র আসা উচিত যে, বাবা আমরা খুব খুশী। তোমার স্মরণে সদা মেতে থাকি। অনেকেই আছে যারা কখনো স্মরণ করে না। স্মরণের যাত্রায় থাকলেই খুশীর নেশায় বিভোর হয়ে থাকবে। জ্ঞানে যদিও খুবই মত্ত থাকে কিন্তু দেহ- অভিমানও অনেক রয়েছে। আত্ম-অভিমানীভাব কোথায়? জ্ঞান তো অনেক সহজ। যোগেই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। গৃহস্থ ব্যবহারে অনাসক্ত হয়ে থাকতে হবে। এমন যেন না হয় যে মায়া বশীভূত করে নিলো। মায়া এমনভাবে কাটে যেন ইঁদুর। ইঁদুর এরকমভাবেই কামড়ায়, রক্ত বেরিয়ে যায় কিন্তু বুঝতে পারা যায় না। বাচ্চারা বুঝতেও পারে না যে দেহ-অভিমান এলে কত ক্ষতি হয়ে যায়। উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত । মাম্মা-বাবার মতো আমরাও যেন রাজসিংহাসনের (তখ্তনসীন) অধিকারী হই। বাবা হলেন হৃদয় হরণকারী। দিলবাড়া মন্দিরেও এর সম্পূর্ণ স্মারকচিহ্ন রয়েছে, ভিতরে হাতীর উপর মহারথী বসে রয়েছে। তোমাদের মধ্যেও মহারথী, ঘোড়-সওয়ার, পেয়াদা রয়েছে। প্রত্যেককে নিজের নিজের নাড়ী পরীক্ষা করতে হবে। বাবা কেন দেখবে ! দেখো, আমরা বাবাকে স্মরণ করি এবং বাবার মতো সার্ভিসও করি। আমাদের বাবার সাথে যোগ রয়েছে ! রাত জেগে কি বাবাকে স্মরণ করা হয়? আমরা কি অনেকের সেবা করি? চার্ট রাখা উচিৎ - বাবাকে অন্তর থেকে কতটা সময় স্মরণ করো? কেউ কেউ মনে করে, আমরা নিরন্তর স্মরণ করি, এটা তো হতে পারে না। আবার কেউ কেউ মনে করে, আমরা বাবার বাচ্চা হয়ে গেছি, ব্যস্। কিন্তু নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার স্মরণ ব্যতীত কোনো কাজ করা মানেই বাবাকে স্মরণ না করা। বাবার স্মরণে সদা প্রফুল্ল থাকা উচিৎ। যারা বাবার স্মরণে থাকে তারা সর্বদা রমনীয় থাকবে আর হর্ষিতমুখী থাকবে। কাউকে যখন বোঝাবে তখন অত্যন্ত খুশী হয়ে এবং রমণীয়তার সাথে বোঝাবে। এমন অতি অল্পই আছে যাদের সার্ভিসের অনেক শখ রয়েছে। চিত্রের দ্বারা বোঝানো অতি সহজ। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান আবার তাঁর রচনা হলো সব বাচ্চারা, আমরা হলাম ভাই-ভাই। এ হলো ব্রাদারহুড (ভাতৃত্ববোধ), তারা তো ফাদারহুড (পিতৃত্ববোধ) বলে দেয়। প্রথমে শিববাবার চিত্রের দ্বারা বোঝাতে হবে যে ইনি হলেন সব আত্মাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার। আমরা আত্মারাও নিরাকার, ভ্রুকুটির মধ্যভাগে বিরাজমান। শিববাবাও স্টার কিন্তু স্টারের পূজা কিভাবে হবে। তাই আকৃতি বড় করে। এছাড়া আত্মা কখনো ৮৪ লক্ষ জন্ম নেয় না। বাবা বোঝান যে আত্মা প্রথমে অশরীরী আসে তারপর শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করে। সতোপ্রধান আত্মা পুনর্জন্ম নিতে নিতে আয়রন এজে (লৌহযুগে) চলে আসে। পরে যারা আসবে তারা তো ৮৪ জন্ম নেবে না। সবাই তো ৮৪ জন্ম নিতে পারে না। আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ

করে। নাম, রূপ, দেশ, কাল সবকিছুই বদলে যায়। ভাষণ এভাবেই করা উচিত । বলাও হয় যে সেল্ফ রিয়েলাইজেশন (আত্ম-সচেতনতা)। কিন্তু সেটা কে করাবে? আত্মাই পরমাত্মা বলা - এ কোনো সেল্ফ রিয়েলাইজেশন কী? এ হলো নতুন নলেজ। বাবা, যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সকলের সদ্গতি দাতা, তিনি বসে বোঝান। তাই তাঁর খুব মহিমা করো, তাঁর মহিমা শোনো। আত্মার পরিচয় দিয়েছেন, এখন পরমাত্মার পরিচয়ও দিচ্ছেন। তাঁকে বলা হয় সকল আত্মার পিতা। তিনি ছোটো বা বড় হন না। পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ সুপ্রীম সোল। সোল অর্থাৎ আত্মা। পরমাত্মা তো পরপারে নিবাস করেন। উনি পুনর্জন্মতে আসেন না। তাই তাঁকে পরমপিতা বলা হয়। এতো ছোট আত্মায় পার্ট ভরা থাকে। পতিত-পাবনও ওঁনাকেই বলা হয়। সর্বকালেই ওঁনার নাম শিববাবা। রুদ্রবাবা নয়। ভক্তিমার্গে তো অনেক নাম রাখা হয়, সকলেই ওঁনাকে স্মরণ করে বলে যে পতিত-পাবন এসো আমাদের পবিত্র করো। তাই অবশ্যই আসতে হয়। যখন এক ধর্ম স্থাপন করতে হয় তখনই তিনি আসেন। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। এখন হলো কলিযুগ, অসংখ্য মানুষ। সত্যযুগে তো অনেক কম মনুষ্য থাকে। গায়নও রয়েছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ..... গীতার দ্বারাই আদি সনাতন ধর্ম স্থাপন হয়েছিল। আর তাতেও ভুলবশত: কৃষ্ণের নাম বসিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন, তিনি (কৃষ্ণ) তো পুনর্জন্মে আসেন। আমি হলাম পুনর্জন্ম-রহিত। তাহলে এখন বিচার কর যে, পরমপিতা পরমাত্মা কে, নিরাকার শিব না কৃষ্ণ। গীতার ভগবান কে? ভগবান তো একজনকেই বলা হয়, আবার সেইকথা যদি কেউ না মানে তাহলে বোঝা উচিৎ যে এরা আমাদের ধর্মের নয়। সত্যযুগে যারা আসবে তারা শীঘ্রই মেনে নেবে আর পুরুষার্থ করতে থাকবে। এই হলো মুখ্য ব্যাপার। এতে তোমাদেরই বিজয় হয়। কিন্তু আত্ম-অভিমানী অবস্থা(স্থিতি) কোথায়? একে অপরের নাম, রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভক্তিমার্গেও বলা হতো যে, ভরসা ছিল পরপারের ব্রহ্মতত্ব নিবাসী পরমাত্মার প্রতি, তাহলে ভয় কিসের। অনেক সাহসের প্রয়োজন। যারা ভাষণ করেন, তাদের (জ্ঞানের) নেশায় অত্যন্ত বিভোর হয়ে আত্মার জ্ঞান দেওয়া উচিত । আবার পরমাত্মা কাকে বলা হয় - সে বিষয়েও বোঝানো উচিত । বাবার মহিমা হলো তিনি প্রেমের সাগর, জ্ঞানের সাগর.... তেমনই বাচ্চাদেরও মহিমা। কারোর উপর ক্রোধ করা অর্থাৎ ল নিজের হাতে তুলে নেওয়া। বাবা কত মিষ্টি। বাচ্চারা যদি কোনো কার্যে না বলে দেয় তবে তারা কৃষ্ণের মতো হতে পারবে না। অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের ব্যাগ-ব্যাগেজ সব ট্রান্সফার করে অত্যন্ত খুশীতে এবং বিভোর হয়ে থাকতে হবে। মাম্মা-বাবার মতো রাজসিংহাসনের অধিকারী হতে হবে। অন্তর থেকে স্মরণ করতে হবে।

২) কারো ভয়ে পড়া কখনো ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। স্মরণের দ্বারা নিজের কর্মবন্ধনকে হাল্কা করতে হবে। কখনো ক্রোধের বশে ল' (আইন) নিজের হাতে নেওয়া উচিত নয়। কোনো সেবায় না করা উচিত নয়।

বরদানঃ- রয়্যাল আর সিম্পল দুয়েরই ব্যালেন্সের দ্বারা কার্য করে থাকা ব্রহ্মা বাবার সমান ভব

যেমন ব্রহ্মা বাবা সাধারণ ছিলেন, না অত্যন্ত উঁচু না অত্যন্ত নীচু। ব্রাহ্মণদের আদি থেকে এখনো পর্যন্ত নিয়ম হলো যে না একদম সাধারণ হও, না অত্যন্ত রয়্যাল হও। মধ্যবর্তী হওয়া উচিত। এখন অনেক সাধন রয়েছে, সাধন প্রদানকারীও রয়েছে তবুও কোনো কাজ করলে তখন মধ্যবর্তী পন্হা অবলম্বন করো। এইরকম কেউ যেন না বলে যে এ তো একেবারে রাজার মতো ঠাঁটবাট । যতটা সিম্পল ততই রয়্যাল - দুইয়ের ব্যালেন্স যেন থাকে।

স্লোগানঃ- অন্যদের দেখার বদলে নিজেকে দেখো আর স্মরণে রাখো - "যে কর্ম আমি করবো, আমাকে দেখে অন্যেরাও করবে"

অব্যক্ত সাইলেন্স দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

এখন তোমাদের সমস্ত কাজ-কারবার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের দ্বারা ঈশারায় চলা উচিত। এমন লাইট-রূপে থাকো যাতে সেই সঙ্কল্প ওঠে যে এ'টাই করতে হবে, তবেই এই সাকারলোক সূক্ষ্মলোকে পরিণত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;